

রোগ কিভাবে চিনবেন?

- * প্রথমে ক্যান্ডে ছোট দাগের মত দেখা যায় (তীর চিহ্ন)।
- * ক্ষত স্থান থেকে গাঢ় বাদামী রঙের রস বরতে থাকে (চিত্র-৩ক)।
- * আক্রান্ত ক্ষত আকারে বাড়তে থাকে (চিত্র-৩খ)।
- * গাছের ছালের নীচে কাঠে পচন ধরে ও আক্রান্ত স্থান বসে যায়।
- * আক্রান্ত স্থানের আশে পাশে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়।
- * গাছ দুর্বল হয়, ডালপালা মারা যায়।



চিত্রঃ ৩-ক) প্রাথমিক রস ঝরা, খ) ক্রমশঃ বাড়ন্ত আক্রান্ত স্থান, গ) আক্রান্ত স্থান বসে যাওয়া

রোগের বিস্তারঃ রোগটি মাটিবাহিত বিধায় আক্রান্ত শিকড় দিয়ে প্রাথমিকভাবে কান্ডে প্রবেশ করে। এঁটেল বা আঠালো মাটিতে রোগের প্রকোপ বেশী। বাতাস, পানি ও পোকমাকড় দিয়ে রোগ ছড়ায়।



চিত্রঃ ৪-ক) আক্রান্ত স্থান বাটাল দিয়ে ভালোভাবে চেঁচে ফেলা, খ) বর্দোপেস্ট (উপরে)/ ব্যাভিস্টিন (নীচে) লেপন, গ) আলকাতরার প্রলেপ

দমন ব্যবস্থা :

- * আক্রান্ত স্থান বাটাল দিয়ে ভালোভাবে চেঁচে বর্দোপেস্ট/আলকাতরা লাগিয়ে দিতে হবে, অথবা ০.৩% ব্যাভিস্টিন লেপে দিলে রোগ দমনে সুফল পাওয়া যায়।



প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং

প্রথম সংস্করণ : ৫০০ কপি

মুদ্রণে :

সুবর্ণ প্রিন্টিং প্রেস, গাজীপুর।

ফোন: ০১৯১১৪৯০৭৮৮

যোগাযোগের ঠিকানা

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব শাখা

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর

কাঁঠালের রোগ-বালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা



রচনায়

ড. মোঃ আব্দুর রহমান

মাফরুহা আফরোজ

সম্পাদনায়

ড. মোঃ আব্দুল জলিল ভূঞা

প্রকাশনায়

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব শাখা

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর



অর্থায়নে

এনএটিপি ফেজ-১ বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা

ফসলঃ কাঁঠাল

রোগের নাম : ক্ষত রোগ বা এনথ্রাকনোজ

রোগের কারণ : কলেটোট্রিকাম গ্লোয়েশপরিয়ডেশ প্রজাতির ছত্রাক

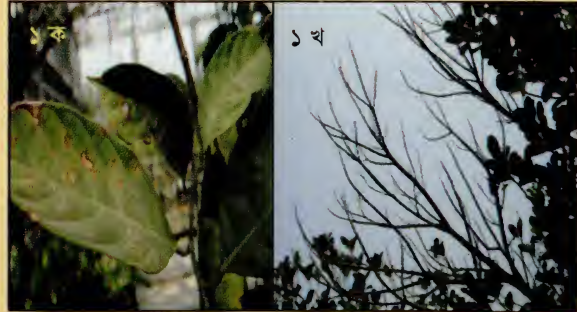
ক্ষতির ধরন : পাতা, ডালপালা ও ফলের গায়ে কালো দাগ হয়, ফলের বাজার দর কমে যায়।

রোগ কিভাবে চিনবেন?

- * গাছের যে কোন বয়সে এ রোগটি লাগতে পারে। পাতা, শাখা-প্রশাখা, ও ফল আক্রান্ত হয়।
- * গাছের পাতা (চিত্র-১ ক), শাখা-প্রশাখা (চিত্র-১ খ), ও ফলে ডিম্বাকৃতির কালো রঙের বসানো দাগ দেখা যায় (চিত্র-১ গ)।
- * আক্রান্ত ডগার আগা মরে যায় যাকে ডাইব্যাক বলে (চিত্র-১ খ)। পাতায় আক্রান্ত অংশ কালো রঙের বসানো দাগ দেখা যায়। (চিত্র-২)।

রোগ বিস্তারঃ

আক্রান্ত পাতা, ডালপালা ও ফল থেকে বৃষ্টি বা বাতাসের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়।



চিত্রঃ ১(ক) পাতায় ক্ষত রোগ, (খ) ডালে ক্ষত রোগ



চিত্রঃ ক্ষত রোগ (১গ) শাখা-প্রশাখায় ও (১ঘ) ফলে।

দমন ব্যবস্থাঃ

- * রোগাক্রান্ত ডালপালা কেটে পুড়ে ফেলা।
- * আক্রান্ত পাতা দেখলেই ব্যাভিস্টিন/নোইন (০.২%) বা কমপানিয়ন (০.২%) হারে পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করা।

রোগের নামঃ মুচি পঁচা

রোগের কারণ : রাইজোফাস প্রজাতির ছত্রাক

ক্ষতির ধরন : স্ত্রী ফুল পঁচে যায়, ফলন কমে যায়।

রোগ কিভাবে চিনবেন?

- * প্রথমে মুচিতে জলবসা দাগ দেখা যায় (তীর চিহ্ন)।
- * দাগ চক্রাকারে বড় হতে থাকে (চিত্র-২ক)।
- * পুরো মুচি কাল হয়ে ছত্রাকজালিকা দ্বারা আবৃত হয় (চিত্র-২খ)।
- * পরিশেষে আক্রান্ত ফল পঁচে ঝরে যায়।

রোগের বিস্তার : ফলনস্থানে পর্যাপ্ত আলোর অভাব হলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। বাতাস, পানি ও পোকা-মাকড় দিয়ে রোগ ছড়ায়।



চিত্র-২ কাঁঠালের মুচি পঁচা রোগের বিভিন্ন অবস্থা

দমন ব্যবস্থা :

- * ঘন ডালপালা কেটে আলোর ব্যবস্থা করা।
- * রোগ দেখা দিলে ইন্ডোফিল এম ৪৫/ ম্যানকোজেব/ পেনকোজেব (০.২%) ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটাতে হবে।

রোগের নাম : কাণ্ডের গামোসিস বা রসঝরা রোগ

রোগের কারণ :

ফ্রুক্টমপসিস প্রজাতির ছত্রাক

ক্ষতির ধরন : কাঁঠাল গাছের কাণ্ডে ক্ষত হয় ও সেখান দিয়ে অনবরত রস ঝরতে দেখা যায়। ক্ষতস্থান পঁচে যায়, কাঠের গুনাগুন নষ্ট হয়, গাছের ফলন ও আয়ুষ্কাল কমে যায়।